ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন
এর সহ-অর্থায়নে পরিচালিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.

উচ্ছ্বাস

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প ● নিউজলেটার ইস্যু ৫ ● জানুয়ারি-জুন ২০১৯

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে গ্রাম আদালত

মাত্র ১০ বা ২০ টাকা ফি দিয়ে গ্রাম আদালতে গ্রামীণ দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সর্বোচ্চ ৭৫,০০০ টাকা মূল্যমানের ছোটোখাটো বিরোধ স্থানীয়ভাবে খুব কম সময়ে নিষ্পত্তি করতে পারেন। উচ্চ আদালতে যেখানে একটি মামলা নিষ্পত্তি হতে কমপক্ষে ১ থেকে ২ বছর সময় লাগে, গ্রাম আদালত বিরোধ নিষ্পত্তিতে গড়ে সময় নেয় মাত্র দেড় মাস। উপরন্তু, এখানে নেই মামলা পরিচালনায় ভোগান্তি বা বাড়তি খরচের ঝামেলা।

আইন অনুযায়ী দেশের ৪,৫৫৪ টি ইউনিয়নে গ্রাম আদালত চালু থাকার বিধান রয়েছে। ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন, বাংলাদেশ সরকার ও ইউএনডিপির সহায়তায় স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প দেশের ২৭ জেলার ১,০৮০ টি ইউনিয়নের গ্রাম আদালতকে আরো সক্রিয় করার মাধ্যমে ২ কোটি ৯০ লাখ গ্রামীণ জনগণের কাছে গ্রাম আদালতের সেবা পৌঁছে দিচ্ছে। মাত্র দু'বছরে (জুলাই ২০১৭-জুন ২০১৯) এ প্রকল্প এলাকার ৪ লাখেরও বেশি মানুষ গ্রাম আদালতের সেবা পেয়েছেন। নিবন্ধিত ১,১৯,৬৯৬ মামলার মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে শতকরা ৭৭ ভাগ মামলা, আর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে ৯৪% মামলার। এর ফলে, মামলার আবেদনকারীগণ ক্ষতিপূরণ হিসেবে পেয়েছেন ৯২ কোটি ১২ লাখ টাকা। এ মামলাগুলোর মধ্যে ৬,৪৫৭ টি মামলা উচ্চ আদালত হতে গ্রাম আদালতে স্থানান্তর করা হয়েছে। একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার গবেষণায় দেখা যায়, গ্রাম আদালত পরিচালনায় ১ টাকা বিনিয়োগ করলে তা প্রায় দ্বিগুণ (১.৭৮ টাকা) সুফল বয়ে আনে, আর জেলা আদালত হতে বিচারযোগ্য মামলা গ্রাম আদালতে প্রেরণ করা হলে প্রায় ১৮ গুণ বেশি সুফল পাওয়া যায়।

শুধু আবেদনকারী হিসেবেই নয়, গ্রাম আদালতের বিচারিক প্যানেলেও নারীদের সমান অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। জেল বা অন্যান্য শাস্তির বিধান এখানে নেই। বিবাদীয় পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রেখেই এখানে বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়। তাই স্থানীয় এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে গ্রাম আদালতের সেবা গ্রহণের ব্যাপারে দিন দিন গ্রামীণ জনগণের আস্থা বাড়ছে।

গ্রামীণ মানুষের দোরগোড়ায় এতো সহজে ন্যায়বিচার পৌঁছানোর সুযোগ থাকায় বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রাম আদালতকে আরো কার্যকর করার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। জাতিসংঘের স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার 'অভীষ্ট ১৬-শান্তি ও ন্যায়বিচার' অর্জনেও গ্রাম আদালতকে আরো কার্যকর করতে বাংলাদেশ সরকার, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন এবং ইউএনডিপি এর ত্রিপক্ষীয় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে।

ইউনিয়ন পরিষদে নারীবান্ধব গ্রাম আদালত নিশ্চিত করি

- আবেদন গ্রহণ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যন্ত গ্রাম আদালতের সামগ্রিক কার্যক্রম গ্রাম আদালত আইন অনুযায়ী এবং নিরপেক্ষতার সাথে পরিচালনা করা।
- কোনো পর্যায়েই লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে কারো প্রতি কোনো রকম বৈষম্য না করা। শুধু নারী বা পুরুষ হওয়ার কারণে কারো দায়কে ছোট বা বড় করে দেখা বা ক্ষমা করে দেয়ার মানসিকতা পরিহার করা।
- নারী/পুরুষ বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হওয়ার কারণে কোনো রকম অসম্মানজনক আচরণ বা হয়রানি করা থেকে বিরত থাকা।
- আবেদন গ্রহণ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যন্ত সব ধাপেই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক সেবাপ্রার্থীর বক্তব্য ধৈর্য ও মনোযোগ সহকারে শোনা।
- সেবাপ্রার্থী অথবা প্যানেল সদস্য হিসেবে স্বাচ্ছন্দ্যে মতামত প্রকাশ করতে নারীদের উৎসাহিত করা এবং অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা।
- বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য গ্রাম আদালতে সাক্ষ্য প্রদান বা সেবা গ্রহণের কারণে কোনো নারী বা পুরুষ যাতে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হন, সে বিষয়ে খেয়াল রাখা।
- নারীদের বিচার প্রাপ্তির অধিকার ও সুযোগ এবং গ্রাম আদালতের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় প্যানেল সদস্য হিসেবে নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।

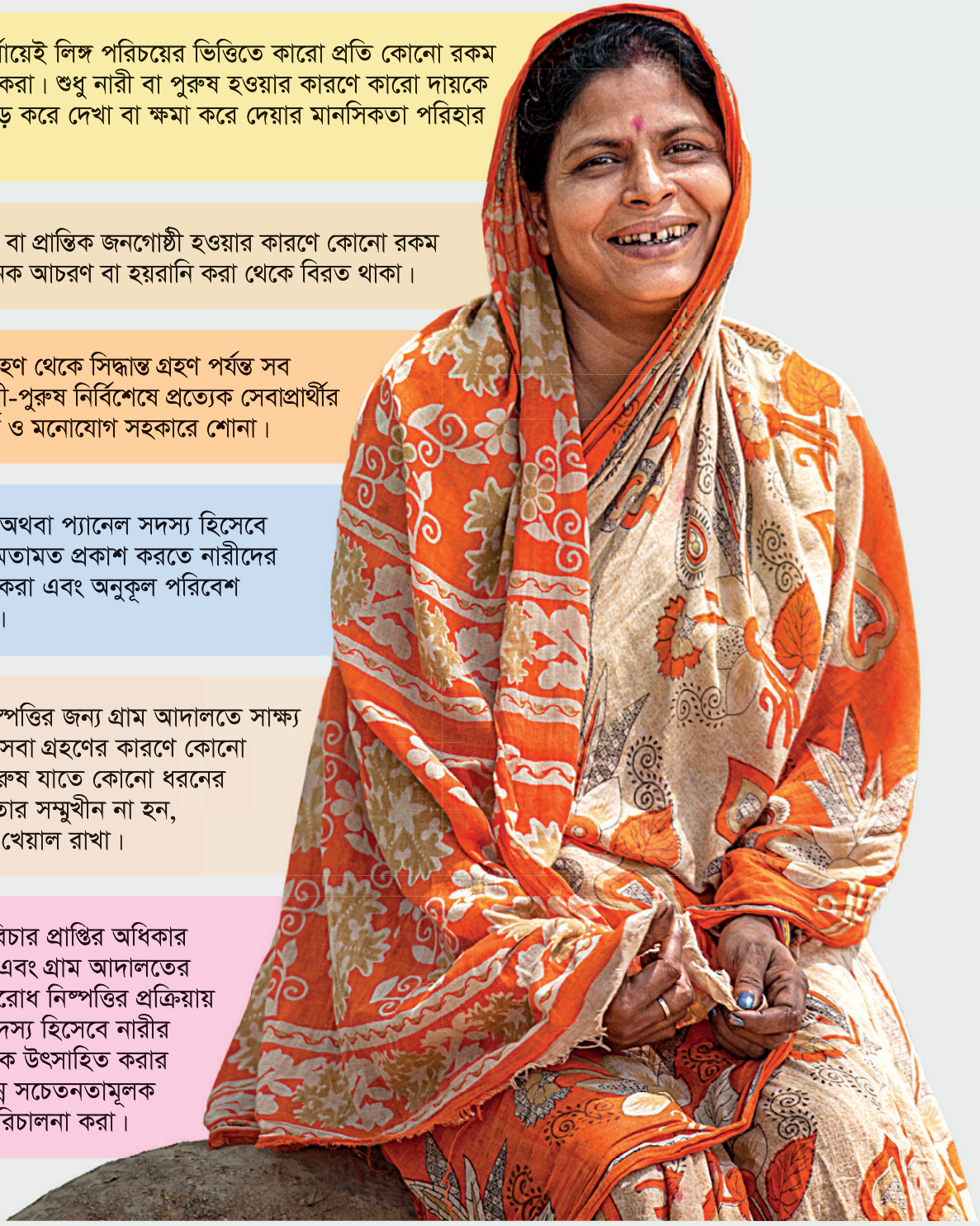

মাঠের কথা

ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে আমার মত বিপদে থানা বা কোর্টে না যেয়ে, গ্রাম আদালতে যান। ভোগান্তি কম, অল্প দিনে এহানে সমাধানও পাওয়া যায়

মোঃ লুৎফর রহমান, পশ্চিম আমুড়া, গোলাপগঞ্জ, সিলেট

হাতের কাছে গ্রাম আদালতে এত্তো সহজে, তাড়াতাড়ি ক্ষতিপূরণের টাকা পামু ভাবি নাই

মোছাঃ ফজিলা বেগম, বামনডাঙ্গা, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা

গিরাম আদালতে পাওনা টাকার জন্যি মামলা দিছিলাম। হেই ক্ষতিপূরণের টাকাদি আমি এখন দোকান চালাই- আমি অনেক খুশি

মোঃ রাকিবুল ইসলাম, খলেয়া, রংপুর সদর, রংপুর

গ্রাম আদালতে বিচার চাইয়া ক্ষতিপূরণের টাকা পাইছি, এত কম সময়ে টাকা পাবো চিন্তাও করিনি-আমি এখন ভালো আছি

শাহিদা বেগম, বঙ্গ সোনাহাট, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম

মাত্তর ২০ টাহা খরচা করে ৭ দিনে গিরাম আদালতের মাধ্যমে আমার পাওনা ৪৫,০০০ টাহা ফেরত পাইছি

হিরা মনি বেগম, মিঠাখালী, মোংলা, বাগেরহাট

আমার গরু আবেদনকারীর গাছ নষ্ট করা নিয়ে মারামারির কারণে সে থানায় মামলা করে। জেলা আদালত এটি নিষ্পত্তির জন্য গ্রাম আদালতে প্রেরণ করলে এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমি আবেদনকারীকে ৫,৫০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছি। মামলাটি শুরুতেই গ্রাম আদালতে দায়ের করলে আমার হয়রানি ও খরচ দুটোই কম হতো।

মোহাম্মদ এমরাম, মাদার্শা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

ওয়ার্ল্ড জাস্টিস ফোরামে গ্রাম আদালত প্রকল্প

ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট, যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটি সংস্থা। প্রতি দুই বছর পরপর আইনের শাসন সংক্রান্ত একটি কর্মশালার আয়োজন করে থাকে, যার নাম ওয়ার্ল্ড জাস্টিস ফোরাম।

এবারের (ষষ্ঠ) ওয়ার্ল্ড জাস্টিস ফোরাম গত ২৮ এপ্রিল থেকে ২ মে নেদারল্যান্ড এর হেগে অনুষ্ঠিত হয়; যেখানে প্রায় ৭০ টিরও বেশি দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প এ কর্মশালায় অংশ নেয়। প্রকল্পের নানাবিধ কার্যক্রম নির্ধারিত বুথে প্রদর্শন করা হয়। এখানে গ্রাম আদালতের কর্মপদ্ধতি, আইনি প্রক্রিয়া, মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত নানা তথ্য উপস্থাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, সাংবাদিক, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি ও অন্যান্য প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীগণ গ্রাম আদালত প্রকল্প এর কার্যক্রম ও কর্মপদ্ধতি দেখেন এবং এর প্রশংসা করেন। এসময় প্রকল্প বিষয়ে জাতীয় প্রকল্প সমন্বয়ক সরদার এম আসাদুজ্জামান কীভাবে বাংলাদেশে গ্রাম আদালত প্রকল্প কাজ করছে; বিশেষ করে গ্রামীণ অসহায় দরিদ্র মানুষের ন্যায় বিচারপ্রাপ্তিতে কী প্রক্রিয়ায় তাদের কাছে সেবা পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে ইত্যাদি বিষয়ে আগতদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

পর্যায়ক্রমে সারাদেশে গ্রাম আদালত কার্যক্রম আরো সক্রিয় করবে সরকার

মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি

'জেলা আদালতে মামলার চাপ কমিয়ে আনা, গ্রামে শান্তি ও সুশাসন বজায় রাখতে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে গ্রাম আদালত। এ পরিপ্রেক্ষিতে সারাদেশে পর্যায়ক্রমে গ্রাম আদালত আরো সক্রিয় করার পরিকল্পনা করছে সরকার।' গত ১০ এপ্রিল ২০১৯ রাজধানীতে বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প আয়োজিত একটি কর্মশালার প্রধান অতিথি হিসেবে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি তার বক্তৃতায় এ কথা উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প আয়োজিত প্রকল্প কার্যক্রম পর্যালোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় বিষয়ক একটি কর্মশালায় বিশেষ অতিথি ছিলেন, ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের বাংলাদেশে নিযুক্ত গভর্নেন্স বিষয়ক প্রতিনিধি অড্রে মিলট। তিনি তার বক্তৃতায় বলেন, গ্রাম আদালত বাংলাদেশে নারীদের আইনী সেবা ও বিচার প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত করছে; যা নারীদের ন্যায়বিচার পেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশে ইউএনডিপি'র আবাসিক প্রতিনিধি জনাব সুদীপ্ত মুখার্জী বলেন, বাংলাদেশের উচ্চ আদালতে প্রায় ৩৩ লক্ষ মামলা বিচারাধীন। গ্রাম আদালত এই মামলাজট কমিয়ে আনতে ভূমিকা রাখছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এসএম গোলাম ফারুক গ্রাম আদালতকে আরো কার্যকর করতে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের এগিয়ে আসার আহবান জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রকল্পটির জাতীয় প্রকল্প পরিচালক ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব কাজী আনোয়ারুল হক। এ কর্মশালায় স্থানীয় সরকার বিভাগের ২৪ জন উপপরিচালক, ১০ জন ইউপি চেয়ারম্যানসহ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের প্রায় ১৫০ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা পর্যায়ে বিচার বিভাগ, পুলিশ ও প্রশাসনের সাথে কর্মশালা

বিচার বিভাগের সাথে চলমান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন অংশীজন এবং পুলিশের সাথে গ্রাম আদালত বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সিরাজগঞ্জ, খুলনা, কক্সবাজার ও নওগাঁ জেলায় আয়োজিত এসব কর্মশালা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারকদের অংশগ্রহণে সম্পন্ন হয়। এতে অংশ নেন এসব জেলার বিভিন্ন উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ। কর্মশালায় গ্রাম আদালত সহকারীরাও অংশগ্রহণ করেন।

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ জেলা পর্যায়ের বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসনের সাথে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। এখান থেকে বেশ কিছু সুপারিশ উঠে আসে:

- গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর আর্থিক বিচার ক্ষমতা কমপক্ষে ১,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা
- গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ বিষয়ে ইউপি চেয়ারম্যানদের আরো প্রশিক্ষণ ও কর্মদক্ষতা বাড়ানোর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা
- আইন সংশোধন করা; যাতে থানায় দায়েরকৃত মামলা ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালতের মাধ্যমে বিচারের জন্য পাঠানো যায়
- জনসাধারণের মধ্যে গ্রাম আদালতের সেবাসমূহ সম্পর্কে আরো সচেতনতা বাড়ানো

গণমাধ্যমে বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প এর খবর

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প -এর বিবিধ তথ্য জানুয়ারি-জুন ২০১৯ পর্যন্ত গণমাধ্যমে (মুদ্রণ ও ইলেক্ট্রনিক) ১,৬৫৫ এরও অধিক সংবাদে উঠে এসেছে। এর মধ্যে স্থানীয় গণমাধ্যমে ১,৫২১ টি এবং ১৮ টি টিভি কভারেজসহ ১৩৩ টি সংবাদ জাতীয় গণমাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও দুটি বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ ভারত ও অস্ট্রিয়ার দুটি আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। এসব সংবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো, এপ্রিল মাসে জাতীয় দৈনিক প্রথম আলো-তে প্রকাশিত 'দেড় বছরে ৯৫% মামলা নিষ্পত্তি'; রাষ্ট্র পরিচালিত বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা-য় প্রকাশিত 'রংপুরে গ্রাম আদালতে এক বছরে ৫,০০০ এরও বেশি মামলা নিষ্পত্তি' শিরোনামের দুটি সংবাদ। এছাড়াও টিভি চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর-এ একটি টকশো এবং গাজীপুরে গ্রাম আদালতের সাফল্য নিয়ে টিভি চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর-এ দুটি সংবাদ ২০ বারেরও বেশি প্রচার করা হয়েছে। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রকাশিত বেশিরভাগ সংবাদেই গ্রাম আদালতের সাফল্য, মোট মামলা, মামলা নিষ্পত্তির হার, উপকারভোগী ও অংশীজনদের মন্তব্য ইত্যাদি বিষয় জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

গণমাধ্যমে গ্রাম আদালত

গ্রাম আদালত নারীদের বিচারিক অধিকার নিশ্চিত করছে

স্বাক্ষাতকার

তারামনি বেগম

ইউপি সদস্য- চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ, রংপুর সদর

উচ্ছ্বাস: ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হিসেবে গ্রাম আদালত কার্যকরীকরণে আপনি কী ভূমিকা পালন করেছেন?

তারামনি বেগম: ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালতের সব কর্মসূচিতে আমি উপস্থিত থাকি এবং এ পর্যন্ত ৪৭ টি মামলায় বিচারিক প্যানেলে সদস্য হিসেবে উপস্থিত থেকেছি। এতে সাধারণ জনগণ বিশেষ করে নারীরা নি:সংকোচে তাদের মনের কথা বলতে পেরেছে এবং বিচারিক প্যানেল সদস্য হিসেবে আমি সঠিকভাবে ভূমিকা পালন করেছি। গ্রামের সাধারণ মানুষ এখন কোনো মামলা দায়ের করলে আমাকে প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করে।

উচ্ছ্বাস: গ্রাম আদালত গ্রামের মানুষের জন্য কতটুকু উপকারী হয়েছে বলে মনে করেন?

তারামনি বেগম: গ্রাম আদালত একটি আইনী আদালত। ধীরে ধীরে মানুষ গ্রাম আদালত সম্পর্কে জানতে পারছে এবং এর নানাবিধ সুবিধার কারণে এ আদালতমুখী হচ্ছে।

উচ্ছ্বাস: গ্রাম আদালতে নারীদের বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আপনি কী ভূমিকা পালন করেন?

তারামনি বেগম: আমি নারী আবেদনকারী ও প্রতিবাদীর প্যানেল সদস্য হিসেবে যখন উপস্থিত থাকি, তখন তাদের কথাগুলো শুনি এবং অন্য বিচারিক প্যানেল সদস্যদের সাথে সত্য উৎঘাটনে সহায়তা করি, যাতে সুবিচার নিশ্চিত হয়।

উচ্ছ্বাস: গ্রাম আদালত কার্যকরীকরণে কী ধরনের প্রতিবন্ধকতা আছে বলে মনে করেন?

তারামনি বেগম: অনেক সময় সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে নারী বিচার প্রার্থীরা গ্রাম আদালতে আসতে চান না; গ্রাম আদালতের সমন পেয়ে প্রভাবশালী প্রতিবাদীগণ ইউনিয়ন পরিষদে হাজির হন না; গ্রাম আদালতের এখতিয়ারভুক্ত মামলা বিভিন্ন সময় গ্রামের প্রভাবশালীদের প্ররোচনায় ভুক্তভোগীরা থানায় বা উচ্চ আদালতে গিয়ে মামলা করেন।

উচ্ছ্বাস: নারীবান্ধব গ্রাম আদালতের জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে?

তারামনি বেগম: প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে নারী বিচার প্রার্থীদের বসার ব্যবস্থা, আলাদা টয়লেট সুবিধা নিশ্চিত করা, নারীরা যাতে বিচার নিতে এসে কোন ধরনের হয়রানির শিকার না হন, সে ব্যবস্থা করা। নারী বিচার প্রার্থীরা যাতে স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারে তার ব্যবস্থা করা। বিচারিক প্যানেলে নারী প্যানেল সদস্যদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার জন্য উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি।

সিডা বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর আনোদ্রস ভেনট্রাম ও ইউএনডিপি বাংলাদেশের ডেপুটি আবাসিক প্রতিনিধি (সাবেক) কিয়োকো ইয়োসুকি সাতক্ষীরায় গ্রাম আদালত পরিদর্শন করেন।

সিলেটে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও প্যানেল চেয়ারম্যানদের গ্রাম আদালত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন জেলা প্রশিক্ষণ দলের সদস্য একজন পুলিশ কর্মকর্তা। গত ৬ মাসে (জানুয়ারি-জুন ২০১৯) ৬,০১৭ জন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি গ্রাম আদালত বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

জেলা প্রশাসকবৃন্দের নেতৃত্বে উপপরিচালক স্থানীয় সরকার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানসহ গ্রাম আদালতের অন্যান্য অংশীজন এলাকায় ২৪ জেলায় বার্ষিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সচেতনতামূলক কার্যক্রম

গ্রাম আদালতের ওপর ৬০ সেকেন্ডের একটি টিভি বিজ্ঞাপন নির্মাণ করা হয়েছে, যা খুব শীঘ্রই জাতীয় পর্যায়ের টিভি চ্যানেল, প্রকল্প এলাকার স্থানীয় ডিস/ক্যাবল চ্যানেল এবং সিনেমা হলগুলোতে প্রচারের পরিকল্পনা রয়েছে। এর মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার গ্রামীণ জনগণসহ সারাদেশে ব্যাপকভাবে গ্রাম আদালত বিষয়ক তথ্য পৌঁছানো সম্ভব হবে।

গ্রাম আদালতের সেবা সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে দেশের প্রায় ১৬ কোটি মোবাইল নম্বরে সরকারিভাবে খুদে বার্তা প্রেরণ শুরু হয়েছে। ছবিতে উল্লেখিত খুদে বার্তাসহ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত প্রতিমাসে ১টি করে এ বিষয়ে বার্তা প্রেরণ করা হবে।

Radio Sarabela 98.8 FM

৯৯.২ এফ এম রেডিও পল্লীকণ্ঠ
ব্র্যাক সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচির একটি উদ্যোগ

মোগো রেডিও মোগো কথা কয়
লোকবেতার FM ৯৯.২

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কাছে গ্রাম আদালতের সেবার তথ্য পৌঁছে দিতে প্রত্যন্ত অঞ্চল, দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি বিবেচনা করে মৌলভীবাজার, গাইবান্ধা এবং বরগুনা জেলার ৩টি কমিউনিটি রেডিওর সাথে কাজ করছে বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প। নাটক, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান এবং রেডিও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ তিনটি জেলার মানুষের কাছে গ্রাম আদালতের সেবার তথ্য আরো দ্রুত ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হবে।

টিভিতে গ্রাম আদালত বিষয়ক নাটক দেখছেন ভোলা জেলার একটি পরিবার। দেশের ২৭ জেলার ১২৮টি উপজেলায় এলাকাভিত্তিক ডিস/ক্যাবল চ্যানেলের মাধ্যমে গ্রাম আদালতের ওপর নির্মিত নাটক এবং বিজ্ঞাপন প্রচার ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্প এলাকার সিনেমা হলগুলোতে গ্রাম আদালতের ওপর নির্মিত বিজ্ঞাপন প্রচার শুরু হয়েছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার প্রায় ২ কোটি মানুষের কাছে গ্রাম আদালত বিষয়ক তথ্য পৌঁছানো সম্ভব হবে।

প্রকল্প এলাকায় গ্রাম আদালতে মামলা

জুলাই ২০১৭- জুন ২০১৯

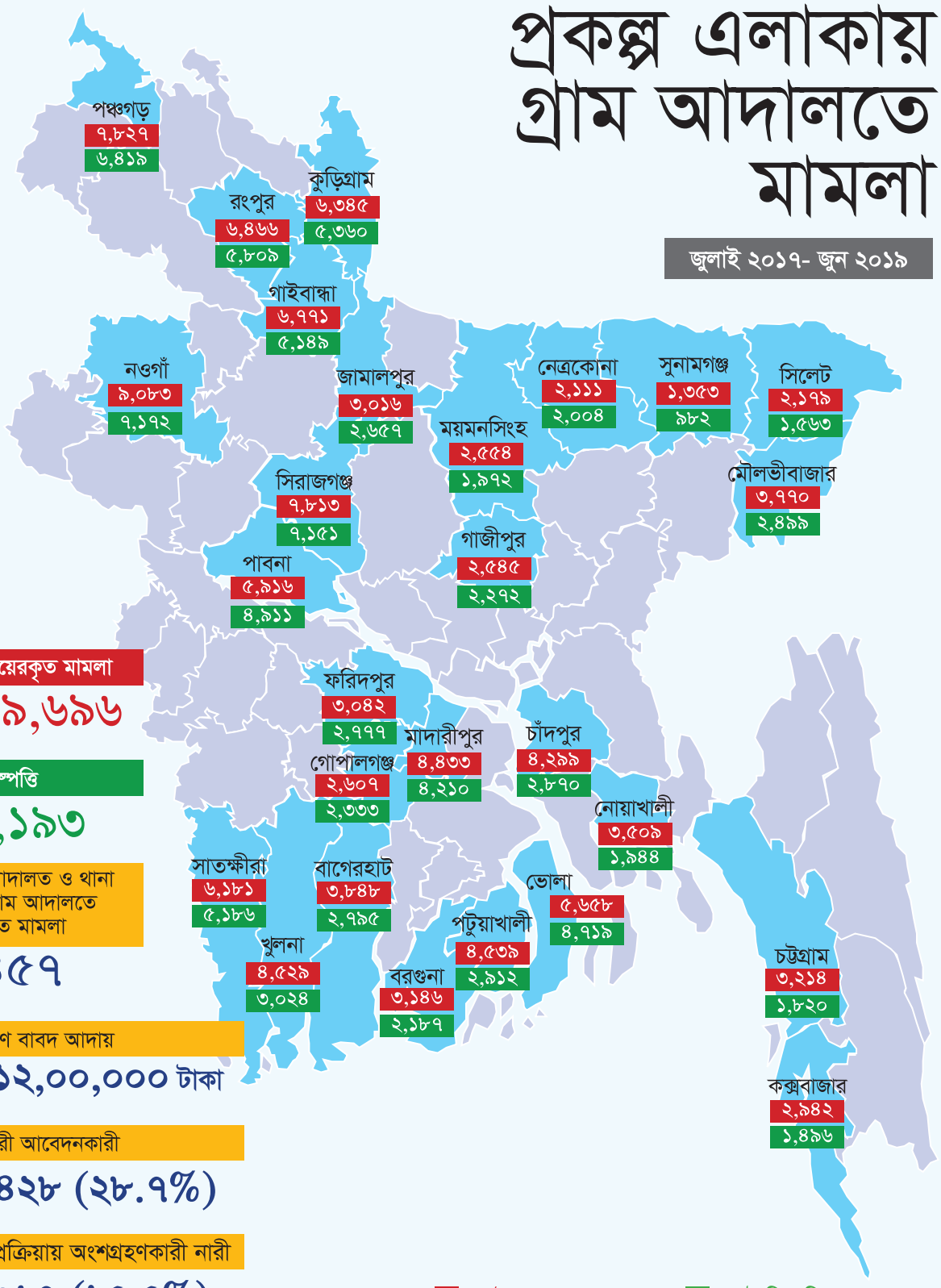

মোট দায়েরকৃত মামলা

১,১৯,৬৯৬

মোট নিষ্পত্তি

৯৪,১৯৩

জেলা আদালত ও থানা থেকে গ্রাম আদালতে প্রেরণকৃত মামলা

৬,৪৫৭

ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায়

৯২,১২,০০,০০০ টাকা

মোট নারী আবেদনকারী

৩৪,৪২৮ (২৮.৭%)

বিচার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী নারী

১৯,৩২৭ (১৫.৫%)

মোট দায়েরকৃত মামলা

মোট নিষ্পত্তি

ঘোষণা: এ প্রকাশনাটি ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে তৈরি। এর বিষয়বস্তু ও মতামত বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প -এর একান্ত নিজস্ব এবং এটি ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের কোনো মতামত প্রতিফলিত করে না। ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন, বাংলাদেশ সরকার এবং ইউএনডিপি-এর সহায়তায় ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প
স্থানীয় সরকার বিভাগ, আইডিবি ভবন (লেভেল ১২), শের-ই-বাংলা নগর আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮ ০২ ৯১৮৩৪৬৬-৮
info.avcb@undp.org www.facebook.com/villagecourts @villagecourts
www.villagecourts.org activating village courts in bangladesh phase II